‎জমি চাষে দুশ্চিন্তায় কৃষক, তেলের অপেক্ষায় পাম্পে ট্রাক্টরের দীর্ঘ লাইন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সরকারিভাবে তেল সংকট না থাকলেও বৈষম্যের মাধ্যমে তেল বিক্রির অভিযোগ তুলেছেন কৃষকরা। সিন্ডিকেট করে তেল সংকট তৈরী করছে একটি মহল।

‎মেহেরপুরে তেলের সংকটে শুধু মোটরসাইকেল নয়, জমি চাষের কাজে ব্যবহৃত ট্রাক্টরের দীর্ঘ লাইনও এখন চোখে পড়ছে পেট্রোল পাম্পগুলোতে। ভোর থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও পর্যাপ্ত তেল না পাওয়ায় সময়মতো জমি চাষ করতে পারছেন না ট্রাক্টর মালিকরা।

‎এতে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষকরা। স্থানীয় সিন্ডিকেট আর বৈষম্যের মাধ্যমে তেল বিক্রয়ের অভিযোগ করেছেন কৃষকরা। আজ শুক্রবার ভোর তিনটার সময় থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে অবশেষে হামলার শিকার হলেন গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের কৃষক কামাল হোসেন।

‎কামাল হোসেন অভিযোগ করে বলেন, আমি দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর তেল নিতে গেলে আমার সামনে চার-পাঁচজন জোরপূর্বক মেশিন কেড়ে নিয়ে ট্যাঙ্কি ভর্তি করে তেল নিয়ে যাচ্ছিল। জোরপূর্বক তেল ‎নেওয়ার ঘটনার প্রতিবাদ করাই পাম্পে থাকা সিন্ডিকেটের লোকজন আমার উপর অতর্কিত হামলা করেছে। আমি বিএনপি করি, বিএনপির লোকজন আমাকে মেরেছে, আমি নেতা কর্মীদের অবগত করছি।

‎ট্রাক্টর চালকদের অভিযোগ, তাদের যেখানে ৭০ থেকে ৮০ লিটার ডিজেলের প্রয়োজন, সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষার পর মিলছে মাত্র ১০ থেকে ১৫ লিটার তেল। এই সীমিত তেল নিয়ে মাঠের কাজ চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

‎তবে জেলার উপজেলা কৃষি অফিস গুলো থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ভিত্তিতে ডিজেল কার্ড দেওয়া হচ্ছে। এই কার্ডের মাধ্যমে ট্রাক্টরের জন্য একদিনে ৫০ লিটার, পাওয়ার টিলারের জন্য দুই দিনে ২০ লিটার এবং সেচ ইঞ্জিনের জন্য দুই দিনে ১০ লিটার তেল বরাদ্দ পাওয়া যাচ্ছে। ইতোমধ্যে কৃষি অফিসগুলোতে ডিজেল কার্ড সংগ্রহ

করতে ভিড়ও লক্ষ্য করা গেছে।

‎পাম্পে অপেক্ষমাণ ট্রাক্টর চালকরা জানান, সকাল থেকে লাইনে থাকলেও কখন তেল মিলবে তা নিশ্চিত নয়। তেল পেলেই মাঠে নামবেন, কিন্তু বিলম্বের কারণে কৃষিকাজ ব্যাহত হচ্ছে। তাদের মতে, সময়মতো জমি চাষ করা না গেলে বীজ বপনে দেরি হবে এবং ফসলও নামলা হয়ে যেতে পারে।

‎পাম্পে তেল নিতে আসা ট্রাক্টর চালক মহিবুল বলেন, ভোর থেকেই তিনি ট্রাক্টরে তেল নেওয়ার জন্য পাম্পে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু দুপুর হয়ে গেলেও কখন তেল পাবেন, তা নিশ্চিত নন। প্রয়োজন ৭০ থেকে ৮০ লিটার হলেও দেওয়া হচ্ছে মাত্র ১০ থেকে ১৫ লিটার।
‎এতে জমি ঠিকমতো চাষ করা সম্ভব হচ্ছে না।

তিনি বলেন, গম কাটা প্রায় শেষ, এখন পাট বোনার সময়, এজন্য জমি চাষ দেওয়া জরুরি। তাই দ্রুত ট্রাক্টরগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তেল দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

‎ট্রাক্টর চালক ও মালিক সাইদ জানান, সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়ে মাত্র এক হাজার টাকার তেল পেয়েছেন, যা কাজে লাগার মতো নয়। এতে একদিকে সময় নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে কাজও বন্ধ থাকছে। তিনি বলেন, এভাবে চললে কাজ করা সম্ভব না, এবং ট্রাক্টর চালকদের জন্য সন্ধ্যার পর তেল দেওয়ার ব্যবস্থা করার দাবি জানান।

‎ট্রাক্টর চালক শফি বলেন, পাম্পে চাহিদা অনুযায়ী তেল না পেয়ে তিনি কৃষি অফিসে ডিজেল কার্ড নিতে এসেছেন। শুনেছেন, কার্ড থাকলে একদিনে ৫০ লিটার তেল পাওয়া যাবে এবং এই কার্ডের মাধ্যমে মাঠে ট্রাক্টর রেখেই তেল সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। এতে কিছুটা হলেও ভোগান্তি কমবে বলে আশা করছেন তিনি।

‎এদিকে কৃষকরাও পড়েছেন অনিশ্চয়তায়। চাষি আলী আজগর বলেন, ডিজেলের অভাবে ট্রাক্টর চালকরা জমি চাষ করতে পারছেন না। গম কাটা শেষ হওয়ায় এখন পাট ও আউশ ধানের আবাদ শুরু করার সময়। তিনি বলেন, এই সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই প্রশাসনের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

‎এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মতিয়র রহমান বলেন, বর্তমান সময়ে জমি চাষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের অনুমতিক্রমে কৃষি যন্ত্রের জন্য ডিজেল কার্ড চালু করা

হয়েছে। পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর ও সেচ পাম্প মালিকদের মাঠ পর্যায়ে যাচাই-বাছাই করে এই কার্ড দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, পাম্প মালিক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং ইতোমধ্যে কার্ড বিতরণ শুরু হয়েছে। এর আগে গম কাটার কম্বাইন হারভেস্টারের জন্যও একই ধরনের কার্ড চালু ছিল।‎

‎মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, ট্রাক্টর চালকদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তেল দেওয়ার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, সব পাম্পে একসঙ্গে তেল পৌঁছায় না, তাই সকাল থেকেই তেল বিতরণ করার কথা বলা হয়েছে। তবে ট্রাক্টর চালকদের সন্ধ্যার পর তেল দেওয়ার দাবি গ্রহণ করা হয়নি, কারণ এতে আবার নতুন করে সমস্যা তৈরি হতে পারে।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে জ্বালানি তেলের দীর্ঘ লাইন: তদারকিতেও ভোগান্তি চরমে

আলমডাঙ্গা উপজেলায় জ্বালানি তেলের সংকট ঘিরে ভোগান্তি চরম আকার ধারণ করেছে। উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ পশুহাট এলাকায় অবস্থিত এনামুল হক ফিলিং স্টেশনে আজ ভোর থেকেই তেল নিতে মানুষের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের।

সরেজমিনে দেখা যায়, ভোর ৫টার আগেই মোটরসাইকেল, ট্রাক্টরসহ বিভিন্ন যানবাহনের সারি কয়েকশ মিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সূর্য ওঠার আগেই শুরু হওয়া এই অপেক্ষা অনেকের জন্য কয়েক ঘণ্টায় গড়িয়েছে। তেল পাওয়ার অনিশ্চয়তা থাকলেও প্রশাসনের উপস্থিতিতে কিছুটা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন লাইনে দাঁড়ানো ব্যক্তিরা।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে স্থানীয় প্রশাসন পাম্প এলাকায় সরাসরি তদারকি করছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্যাগ অফিসারের উপস্থিতিতে তেল বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিশৃঙ্খলা এড়াতে নেওয়া হয়েছে

বিশেষ ব্যবস্থা। ফুয়েল কার্ড বা বৈধ পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকে তেল দেওয়া হচ্ছে না।

এ ছাড়া শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দুটি পৃথক লাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চাকরিজীবী ও জরুরি সেবায় নিয়োজিতদের জন্য রাখা হয়েছে আলাদা লাইন, যাতে তারা দ্রুত তেল নিয়ে কাজে ফিরতে পারেন। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ, কৃষিজীবী ও পরিবহন চালকদের জন্য রাখা হয়েছে পৃথক দীর্ঘ লাইন।

তবে তেল সরবরাহ সীমিত হওয়ায় গ্রাহকভেদে তেলের পরিমাণে ভিন্নতা দেখা গেছে। কেউ ৫০০ টাকার, কেউ ৮০০ বা ১ হাজার টাকার তেল পাচ্ছেন। বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনায় কিছু গ্রাহককে বেশি তেল দেওয়ার ঘটনাও দেখা গেছে। এ নিয়ে অসন্তোষ থাকলেও প্রশাসনের উপস্থিতিতে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়নি।

দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্যাগ অফিসার বলেন, সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ফুয়েল কার্ড যাচাই করে তেল দেওয়া হচ্ছে। সীমিত মজুতের মধ্যে সবার মধ্যে সমন্বয় রেখে তেল বণ্টনের চেষ্টা চলছে, যাতে কেউ একেবারে বঞ্চিত না হন।

বর্তমানে প্রশাসনের কড়া নজরদারিতে পাম্পটির তেল বিক্রি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তবে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষার কারণে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমেনি। স্থানীয়দের আশা, দ্রুত সরবরাহ স্বাভাবিক হলে এ সংকট কাটবে।

সারের কৃত্রিম সঙ্কট, ভোগান্তিতে কৃষক

মেহেরপুরে গম, ভুট্টা, তামাক ও আলুর আবাদের ভরা মৌসুমে সার নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন কৃষকেরা। এক বস্তা সার সংগ্রহ করতেই চাষিদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। সার মিললেও বস্তাপ্রতি ক্ষেত্রবিশেষে গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা।

তৈরী হতোনা।

সাধার সম্পাদক মোমতাজ উদ্দিন বলেন, বিসিআইসির ডিলাররা আমাদের সার দেয়নি প্রায় এক বছর। আমাদের মাধ্যমে সার দিলে কোন কৃষকের সারের অভাব হবে না।

বিসিআইসি ডিলার সমিতির মেহেরপুর জেলা সভাপতি হাফিজুর রহমান হাপি বলেন, কৃষকদের সার দেওয়ায় নিয়ে কোনো অনিয়ম হচ্ছে না। কৃষকরা একটু ধৈর্য্য ধরলে সবাই সার পাবেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের অনিচ্ছা থাকা সত্বেও দুই প্রতিষ্ঠান থেকে ডিলারশীপ দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রতিবছর তামাক কোম্পানিগুলো প্রণোদনা হিসেবে সার দিত তামাক চাষিদের।এবার সার না দিয়ে নগদ টাকা দিয়েতে তাই সারের প্রয়োনীয়তা বেড়ে গেছে।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার বলেন, জেলায় চাহিদা অনুযায়ী সার পাচ্ছি। মেহেরপুর জেলায় প্রতিবছর এসময় কৃষকরা আলু,তামাক,তুলা,গম,ভুট্রার আবাদ করেন। যার ফলে সারের চাহিদা হঠাৎ বেড়ে গেছে। এছাড়া সার কারখানায় সার উৎপাদনেও কিছুটা ধীরগতি। তবে শিঘ্রই সমস্যা কেটে যাবে।

সকাল থেকে দীর্ঘ লাইনে নারী পুরুষ, গরমে তিন নারী অসুস্থ্য

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়নে সরকার নির্ধারিত মূল্যে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) পণ্য বিক্রির নির্ধারিত দিনে এলাকার হাজারও নারী পুরুষের উপচে পড়া ভিড়ে হিমশীম খেতে হয়েছে ডিলার ও শৃংখলার দায়ীত্বে নিয়োজিত আনসার সদস্যদের।

আজ বৃহস্পতিবার (৩০ জুন) সকাল ১১ টা থেকে পণ্য বিক্রি শুরু হয়।কিন্তু টিসিবি পণ্য বিক্রির খবরে এলাকার কয়েক হাজার নারী পুরুষ এসে জড়ো হয় কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদ চত্ত্বরে।

তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু বলেন কাথুলী ইউনিয়নে টিসিবি’র পণ্য’র মোট বরাদ্দ ২৭২৬ জনের। এর মধ্যে আজ বৃহস্পতিবার (৩০ জুন) এই ইউনিয়নে টিসিবির পণ্য দেয়া হয়েছে ১৩৫০ জনকে। টিসিবির পণ্য দেওয়ার খবরে ওই স্থানে এলাকার কয়েক হাজার মানুষ ভিড় করাই প্রচন্ড গরম তিন জন নারী অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে ডিলার ও গ্রাম পুলিশকে হিমসিম খেতে হয়েছে।

স্থানীয় কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা বলেন, টিসিবির পণ্য নিতে সকাল থেকেই নারী পুরুষের এই দীর্ঘ লাইন ও দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে থাকা মানুষগুলোর চরম কষ্ট ভোগ করছেন। এখানে চাহিদার তুলনায় টিসিবির পণ্য বরাদ্দ কম। এছাড়া মাত্র একজন ডিলার সারা গাংনী উপজেলার এই বরাদ্দ বিতরণ করছেন। আমার মনে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা উচিৎ। তিনি, টিসিবির পণ্য বরাদ্দ বৃদ্ধি ও ডিলারের সংখ্যাও বাড়ানোর জোর দাবী জানান।

টিসিবির পণ্য এবার ২২০ টাকায় ২ লিটার সয়াবিন তেল, ৫৫ টাকা কেজি দরে ১ কেজি চিনি এবং ৬৫ টাকা কেজি দরে ২ কেজি মসুর ডাল বিক্রি করা হচ্ছে।